FEB [illegible] 20[illegible]

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে বোমাতঙ্ক ॥ পরীক্ষা ও ক্লাস সাসপেণ্ড

চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আবদুল মান্নানের অফিস ও পার্কিং [illegible] কক্ষে পুলিশের বিশেষ [illegible] বোমা তল্লাশী [illegible] —ইত্তেফাক

চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল রবিবার বোমা আতংকের কারণে কোন পরীক্ষা, ক্লাস ও অফিসে কাজ হয় নাই। আতঙ্কিত ছাত্র-ছাত্রীরা হলসমূহ হইতে বাহির হইয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া যায়। সকাল ৯টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অফিসে অজ্ঞাত স্থান হইতে এক ব্যক্তি টেলিফোনে ভিসির সহিত আলাপ করিতে চায়। ভিসির ব্যক্তিগত সচিব তাহাকে জানায়, ভিসি সাহেব এখনও পৌঁছান নাই। তখন টেলিফোনকারী ব্যক্তি ভিসির ব্যক্তিগত সচিবকে জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন, হলসহ বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রীয় হাই কমান্ডের নির্দেশে বোমা পোতা হইয়াছে। বেলা ১২টার সময় বোমাগুলি সক্রিয় হইবে এবং একযোগে বিস্ফোরণ ঘটিবে। ঐ সময় শহর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখী ভিসিকে

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে বোমাতঙ্ক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মোবাইল ফোনে উক্ত সংবাদ দেওয়া হয়। ভিসি অফিসে পৌঁছার পর পরই বিভিন্ন হলের প্রভোষ্ট, ডীন, প্রক্টর, চেয়ারম্যানসহ দায়িত্বশীল শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়। ভিসি অফিস হইতে সকল পরীক্ষা, ক্লাস স্থগিতের নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহাছাড়া হলসমূহসহ প্রশাসনিক সকল ভবন হইতে সকলকে নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে সকল অফিস, ফ্যাকাল্টি ভবন হইতে ছাত্র-শিক্ষকসহ সর্বস্তরের লোকজন বাহিরে চলিয়া আসে। কয়েকটি পরীক্ষা ও ক্লাস বন্ধ হইলেও মাঝপথে আতংকে ছড়াইয়া পড়ায় পরীক্ষা ও ক্লাস বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সকাল ১০টার পর হইতে এ সংবাদ শহরে পৌঁছায়। সকাল পৌনে ১১টার সময় পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিশেষ পুলিশ দল ক্যাম্পাসে পৌঁছায়। সাদা পোশাকধারী পুলিশ দল একাডেমিক ভবনসহ ফ্যাকাল্টি ভবন তল্লাশী চালায়। তবে বিশাল ক্যাম্পাস এলাকায় মাত্র কয়েকজনের পুলিশী তল্লাশী অনেকের নিকট হাস্যাস্পদ মনে হইয়াছে। পুলিশ ছাত্রদের ৬টি হলের মধ্যে ৪টি মেটেল ডিটেক্টর দিয়া তল্লাশী চালায়। অপর দুইটিতে মেটেল ডিটেক্টর দিয়া তল্লাশী না করায় অনেক সাধারণ ছাত্রের মধ্যে আতংক বিরাজ করিতে থাকে। বোমা থাকার গুজব প্রচার ঘটনাটিকে অনেকে ফান (তামাশা) করার জন্য আবার অনেকে ষড়যন্ত্রমূলক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছে। বিভিন্ন ভবনসহ তৎসংলগ্ন এলাকায় পুলিশী তল্লাশীর সময় ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা বিরাজ করিতে থাকে। ভিসি অধ্যাপক আবদুল মান্নানের অফিস মেটেল ডিটেক্টর দিয়া ব্যাপক তল্লাশীর পর ভিসি পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহিত এ ব্যাপারে জরুরী বৈঠকে মিলিত হন। তবে বেলা দেড়টার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা মোটামুটি আতংক কাটাইয়া হলসমূহে ফিরিয়া যাওয়া শুরু করে। রাতে এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে বিভিন্ন হলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি পূর্ব দিনের তুলনায় কম ছিল বলিয়া হলের ছাত্ররা জানায়। সকালের বোমা আতংকে অনেকে হল ছাড়িয়া গিয়াছে।